পাওলো ফ্রেইরীর শিক্ষাতত্ত্ব

ব্রাজিলের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, পাওলো ফ্রেইরী শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রগতিমূলক অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক তাঁর চিন্তা-ভাবনায় প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর চিন্তাযুক্ত শিক্ষানীতিগুলির জন্য শিক্ষাবিদগণ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়াতে নানাভাবে বিশেষ প্রশংসিত। ফ্রেইরী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক দিকের সন্ধান দিয়েছেন যা শিক্ষা অনুশীলনের ক্ষেত্রে, বিশেষত অর্থনৈতিক পরিবৃত্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষা ভাবনায় — পূর্ণ সমর্থনযোগ্য অবদান রেখেছেন তা সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

ফ্রেইরীর শিক্ষাবিজ্ঞান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনুগামী আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত নয়, বিশ্বপরিস্থিতিরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর শিক্ষাভাবনা আত্মপূর্ণ চেতনার উন্মেষের সহায়ক, যা জনসাধারণকে তাঁর ঐতিহাসিক এবং সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতের পরিস্থিতির মূল্যায়ন সমর্থন করবে।

পাওলো ফ্রেইরীর 'দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের শিক্ষাবিজ্ঞান' (Pedagogy of oppressed) এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ দিক উল্লেখ যা আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের অধিকার রেখেছে, তা বর্ণনা করা হল।

১। জনগণের প্রতি বিশ্বাস ও সংস্কৃতির উন্মেষ :—

'মানুষের সম্মান' হল ফ্রেইরীর শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি। মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের প্রতি আস্থাই বুদ্ধির সহায়ক। দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণের অনুন্নত সম্ভাবনাগুলোকে অনুসরণ করে তা তাদেরই কল্যাণে প্রয়োগ করা সম্ভব। নিরক্ষর দারিদ্র্য মানুষের ক্ষমতাহীনতার যে মানসিক দিকগুলি রয়েছে — তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, প্রচলিত শিক্ষার ব্যবস্থার ফলে প্রভাবক শ্রেণীর মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি দ্বারা আলোকিত দুর্বল শ্রেণী প্রভাবিত হয়ে পড়ে, যা অধিকাংশ মানুষকে 'নীরবতার সংস্কৃতির (Culture of silence)' শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করে ফেলে। নীরবতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে 'প্রকৃত মানুষ হিসাবে' সংস্কারের অঙ্গ নিয়ে নিজেদের বিকশিত হওয়ার জন্য সংস্কারের কারণ হিসাবে 'মানব সংস্কৃতির' মূল্যবোধকে পুনরুদ্ধারের দেখিয়েছেন।

২। সংলাপ (Dialogue):–

সংলাপ ফ্রেইরীর শিক্ষাদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ফ্রেইরী সংলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করে দেখিয়েছেন যে এটি জনগণ ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে গভীর যোগসূত্র রচনা করে। এটি একটি সৃজনী কর্ম। গভীর অনুভূতি দ্বারা সংলাপের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী যা জানেন তা তারা জানাতে পারে আবার যা জানেন না, তাও তারা জানতে পারে। সংলাপের জন্য বিমুক্ত সংলাপ কোন কৌশল বা উপায় নয়, এটি এমন একটি পরিবেশ রচনা করে যেখানে নিপীড়িত জনসাধারণ মিলিত হবে তাদের বাস্তবতাকে নতুন করে সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির কারণের বিশ্লেষণ করে। মানুষ সংলাপের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করে এবং নতুন নতুন কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে।

সংলাপের পূর্বশর্ত হল মানুষের প্রতি পরিপূর্ণ ও গভীর বিশ্বাস, ভালোবাসা, বিনয় আর বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত সংলাপ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করে।

ফ্রেইরীর মতে ছাত্র ও শিক্ষাব্রতী উভয়েই যৌথভাবে সংলাপের মাধ্যমে জগৎগত বাস্তবতাকে অনুসন্ধান করে চলেছে, যেখানে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই শিক্ষা গ্রহণ করে, উভয়েই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ, ফ্রেইরীর সংলাপ প্রক্রিয়ার তিনটি ধারাবাহিক মুহূর্ত হল — বিষয়ের অনুসন্ধান, বিষয়ীকরণ (Themátization) ও সমস্যায়ায়ন (Problematization) বা সামাজিক বাস্তবতার মৌল সমস্যার উদ্ঘাটন।

৩। সমস্যা উত্থাপক (Problem Posing) শিক্ষাতত্ত্ব:

পাওলো ফ্রেইরী সমস্যা উত্থাপক শিক্ষাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন, এই প্রক্রিয়াকে ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির সাথে তুলনা করেছেন। যেখানে শিক্ষকই সকল ধরনের আধার, ছাত্ররা খালি কলস। অর্থাৎ প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা একমুখী।

ফ্রেইরীর মতে সমস্যা উত্থাপক শিক্ষা হল তা, যার ফলে মানুষ কীভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা ভাবনা করে এবং নিজেরাই বা তা কলাকৌশলের উদ্ভাবন করে, তা অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। শিক্ষাব্রতী বা সহায়ক যে কোন জনপ্রিয় বিষয়ের একটি সাংকেতিক এবং জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্নের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের উস্কে দেন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সমস্যার কারণের বিশ্লেষণ করেন। ফলে শিক্ষা হয়ে ওঠে দ্বিমুখী। আর এর ফলেই তারা: — (ক) প্রথমটি নিপীড়িত অচেতনতার পর্যায় থেকে (খ) সরল সচেতনতার পর্যায়ে এবং শেষে বিপ্লবী সচেতনতার পর্যায়ে উত্তরণ ঘটে।

৪। অনুশীলনমুখী শিক্ষা :—

এক যুগ্ম ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও ক্রিয়া'র সমন্বিত প্রক্রিয়াকে ফ্রেইরি Praxis বা অনুশীলন হিসাবে অভিহিত করেছেন। যার অন্যতম রূপ একটি কর্মতৎপরতা থেকে যে প্রতিফলন সৃষ্টি হবে তাতে পূর্বের কর্মতৎপরতার পুনঃ পর্যালোচনা ঘটে। অর্থাৎ কর্মতৎপরতার যৌক্তিক দিক বিশ্লেষণের নির্যাসই হল প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়ার গুণাগুণ এবং বিশ্লেষণ করা না গেলে সক্রিয় অনুশীলন অসম্ভব।

৫। শিক্ষা মানুষকে নব-সংস্কৃতির রূপকার হিসাবে গড়ে তোলে :—

ফ্রেইরি শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর দর্শনের মূলকথা হল — জনগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ফ্রেইরির মতে, শিক্ষা অবশ্যই মানুষের আত্মসচেতনতার বিকাশের পথ, নতুন সম্ভাবনাময় জগতকে উন্মুক্ত করতে পারে। ফলে মানুষ তার মুক্ত মানসিকতা, স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার বিনিময়ে এমন এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে যেখানে নিপীড়িত মানুষ, মানুষের জন্য নতুন এক সংস্কৃতির রূপকার হবে।

৬। শিক্ষা হবে সাংস্কৃতিক তৎপরতা (Cultural Action) :—

ফ্রেইরির মতে, শিক্ষার মাধ্যমেই নিপীড়িত মানুষ এক নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারবে। এই ইতিহাসে শুধু নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের কথা লেখা থাকবে। ফ্রেইরি এই শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সাংস্কৃতিক তৎপরতা হিসাবে অভিহিত করেছেন। ফ্রেইরীর সাংস্কৃতিক তৎপরতা চিনের মাও সে তুং প্রবর্তিত 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' সাথে তুলনীয়, যা ছিল চিনের মানুষকে বিগত ১৫-৩৫ বছরের জনগোষ্ঠীকে আধুনিক মানুষে রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়া। সুতরাং, ফ্রেইরি ও সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে নিপীড়িত মানুষের সামাজিক প্রতিবাদের একটি উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

৭। শিক্ষা হবে অনিরপেক্ষ ও বিযুক্ত :—

শিক্ষা কখনও নিরপেক্ষ নয়। ফ্রেইরি, কোথাও প্রচলিত অবদমনমূলক শিক্ষাপদ্ধতির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে নিপীড়িত জনমানুষের নিজস্ব চাহিদা অনুসারী শিক্ষাপদ্ধতির পালন করে- তাদের সক্রিয়-অংশগ্রহণের মধ্যে যে তাদের আত্মপ্রকাশ ও পরিচালনের সুযোগ দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই শিক্ষা অবশ্যই হস্তক্ষেপ হবে দ্বিমুখী

হুমায়ুন কাজলীয়।

বিমুক্ত শিক্ষা হল তাই, যা মানুষকে তার সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। এই শিক্ষা নির্ভর সংস্কৃতির বাহকেরা এবং প্রতিবাদী সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটায়। এই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার অবস্থা সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারবে - এবং স্ব-অবস্থার প্রকৃতি ও তার পরিবর্তনের উপযোগী হয়ে উঠবে। এই মুক্তিকামী শিক্ষা স্থানীয় জনগণ ও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে সক্রিয় স্বাধীন মানুষে পরিণত করতে সাহায্য করে।